গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৭.৯৯.০০০৩.২৬-৭৮

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ / ২৭ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিরসন, জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আইনগত দায়িত্ব প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সারাদেশে কঠিন বর্জ্যজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন।

সূত্র : জনাব মো: মেহেদী হাসান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও সিইও, জনস্বার্থ উন্নয়ন ট্রাস্ট, গাজীপুর এর আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, জনাব মো: মেহেদী হাসান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও সিইও, জনস্বার্থ উন্নয়ন ট্রাস্ট, ৩০১, ফিরোজা সুপার মার্কেট, শিববাড়ি, গাজীপুর হতে প্রাপ্ত আবেদনের ছায়ালিপি প্রেরণপূর্বক আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ (দুই) পৃষ্ঠা।

২৭/০৪/২৬

মো: রবিউল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,----------------------------সিটি কর্পোরেশন (সকল);
২। প্রশাসক,------------------------ পৌরসভা (সকল);

নম্বর : ৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৭.৯৯.০০০৩.২৬-৭৮/১(৬)

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ / ২৭ এপ্রিল ২০২৬

সদয় অবগতি/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ কর হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
২. সিস্টেম এনালিস্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩. জনাব মো: মেহেদী হাসান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও সিইও, জনস্বার্থ উন্নয়ন ট্রাস্ট, ৩০১, ফিরোজা সুপার মার্কেট, শিববাড়ি, গাজীপুর।
৪. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৫. যুগ্মসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২ অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৬. অফিস কপি।

২৭/০৪/২৬

মো: রবিউল ইসলাম
উপসচিব

স্মারক নং পিআইডিটি/অভি.২০২৬.০১

তাং ১৮-০৪-২০২৬ খ্রি:

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর

বরাবর,
১. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা;
৪. পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা;
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা;
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গাজীপুর;
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল পৌরসভা, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।

বিষয়: 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিরসন, জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আইনগত দায়িত্ব প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সারাদেশে কঠিন বর্জ্যজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে আবেদন।

মহোদয়,
আপনি অবগত আছেন যে, 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)' অনুযায়ী প্রণীত *কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১* পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট আকারে প্রণীত একটি বাধ্যতামূলক আইনগত দলিল। উক্ত বিধিমালার অধীনে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি হিসেবে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব দায়িত্ব পালন করেন; সদস্য সচিব হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট পরিচালক দায়িত্বপ্রাপ্ত; এবং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে উক্ত অধিদপ্তর। তদুপরি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে বিধিমালার প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা আইনগতভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত।

উক্ত বিধিমালার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সরাসরি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর উক্ত কার্যক্রমের তদারকি, মনিটরিং ও সমন্বয়ের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে একটি সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য বিধিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়াও স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহেও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে উক্ত আইনসমূহ মূলত দায়িত্ব নির্ধারণে সীমাবদ্ধ থাকলেও, *কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১* উক্ত দায়িত্বসমূহ কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশনা, পদ্ধতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে। ফলে বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন ব্যতীত উক্ত আইনসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহও বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর একটি "বার্ষিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (Annual Waste Report)" প্রস্তুত ও জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার দায়িত্ব উক্ত কমিটির সদস্য সচিব, অর্থাৎ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের উপর অর্পিত।

উপরোক্ত আইনগত কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ঢাকা ও গাজীপুর এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে; সড়কের পাশে, খাল ও জলাশয়ের তীরে উন্মুক্তভাবে বর্জ্য ফেলা, যত্রতত্র বর্জ্যে আগুন প্রদান এবং অপরিকল্পিত বর্জ্য স্তুপের কারণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এর ফলে সারাদেশে প্রতি বছর উৎপাদিত হাজার হাজার মেট্রিক কঠিন বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপিত না হওয়ায় পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করছে; বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ ও পানিদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; জলাবদ্ধতা ও নগর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে এবং ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সাধারণ জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

উপরোক্ত বাস্তব চিত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে দৈনিক প্রথম আলো-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা এই আবেদনের সহিত সংযুক্ত করা হলো।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

এছাড়াও আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রার্থনা করলে-

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জানানো হয় যে, উক্ত বিধিমালার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো সমন্বিত তথ্য তাদের নিকট সংরক্ষিত নেই;
- এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অফিসিয়াল ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হয় যে, উক্ত তথ্যাদি তাদের সংশ্লিষ্ট নয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে তা সংরক্ষিত নেই;
- অপরদিকে স্থানীয় সরকার বিভাগ আবেদনকারীকে পৃথক পৃথক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট যোগাযোগ করতে নির্দেশ প্রদান করে।

যা তথ্য অধিকার আইন পরিপন্থী বিধায় আবেদনকারী তথ্য কমিশনে নির্ধারিত নিয়মে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিধিমালার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেইস, কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা বা সমন্বিত তদারকি কাঠামো বিদ্যমান নেই। একইসঙ্গে বার্ষিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতাও যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়, যা বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার নির্দেশক।

এমতাবস্থায় জনস্বার্থ বিবেচনায় বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক; জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সক্রিয় ও কার্যকর করা হোক; সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর কার্যকর তদারকি, মনিটরিং ও সমন্বয় নিশ্চিত করা হোক; উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলা, পোড়ানো এবং অবৈধভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তির মতো কার্যক্রম বন্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক; এবং বিধিমালা লঙ্ঘনকারী ও দায়িত্বে অবহেলাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

নিবেদক,
জনস্বার্থ উন্নয়ন ট্রাস্ট
Public Interest Development Trust (PID Trust)
ঠিকানা: ৩০১, ফিরোজা সুপার মার্কেট, শিববাড়ি, সদর, গাজীপুর-১৭০০
ফোন: +৮৮০২২২৪৪২৪১৬৮
মেইল: mail@pidtrust.org.bd
ওয়েব: www.pidtrust.org.bd

ট্রাস্টের পক্ষে,

মো: মেহেদী হাসান

[মো. মেহেদী হাসান]
ম্যানেজিং ট্রাস্টি ও সিইও
মোবাইল: +৮৮০১৭১৭৭১১৫৫৭

সংযুক্ত:
১. পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য;
২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালযয়ের পত্র;
৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পত্র;
৪. পত্রিকার কাটিং।

PUBLIC INTEREST DEVELOPMENT TRUST ★ REGISTERED TRUST ★ BANGLADESH